ঊষসী

মাসিক মুখপত্র
শ্রীঅরবিন্দ কর্মধারা, পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৫ | মে ২০১৯ | মূল্য ৩ টাকা

মানুষ যাকে জ্ঞান বলে তা হল মিথ্যা বাহ্যরূপকে যুক্তির সাহায্যে স্বীকার করা। প্রজ্ঞা আবরণের পিছনে দৃষ্টি দেয় ও সাক্ষাৎ দেখে।

—শ্রীঅরবিন্দ

(চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি, পৃ. ৩০)

Sri Aurobindo Action

সম্পাদকীয় দপ্তর —

চলভাষ ঃ ৮৬১৭৭৭৪০৯১/৯৮৩১৭১৫১৩৪

E-mail : sriaurobindosactionwestbengal@gmail.com

ওয়েবসাইট : www.sriaurobindosactionwb.in

ফিরে দেখা

আক্রমণাত্মক আত্মরক্ষা, না শুধুই আত্মরক্ষা ?*

—শ্রীঅরবিন্দ

☞ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষিত ঃ

ভারতীয় সংস্কৃতির আক্রমণপূর্বক আত্মরক্ষা অথবা কোন প্রকার আত্মরক্ষার আর প্রয়োজন কি? বস্তুত ভবিষ্যতে ভারতীয় সভ্যতার আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া পৃথকভাবে বাঁচিবার প্রয়োজন কি আছে? দুই বিপরীত দিক হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আসিয়া মিলিত হইবে, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে মিশিয়া যাইবে এবং তখন সম্মিলিত মানবজাতির জীবনে এক সর্বসাধারণ বিশ্বসংস্কৃতি স্থাপন করিবে। এই নূতন মিশ্রণে পূর্বের বা বর্তমানের সকল আকার সকল পদ্ধতি সকল বৈশিষ্ট্য মিশিয়া গলিয়া এক হইয়া যাইবে এবং তাহাদের সার্থকতা লাভ করিবে। কিন্তু সমস্যাটি এত সহজ, এত সুষম সরল নয়। কেননা, যদি আমরা ধরিয়াও লইতে পারিতাম যে যাহাতে এককে অপর হইতে পৃথক করিয়া চেনা যায় এমন কোন প্রবল বৈশিষ্ট্যের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন এবং প্রাণের ক্ষেত্রে উপযোগিতা, ঐক্যবদ্ধ জগৎ-সংস্কৃতিতে থাকিবে না, তবুও সেরূপ একত্ব হইতেও আমরা এখনও বহুদূরে রহিয়াছি। আধুনিক যুগে অগ্রগামী চিন্তাধারায় যে অন্তর্মুখিতা এবং আধ্যাত্মিকতা দেখা দিয়াছে তাহা এখনও অতি অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা ইউরোপীয় সাধারণ বুদ্ধিমত্তার শুধু বাহ্য স্তরকে একটু রঞ্জিত করিয়াছে। তাহা ছাড়া ইহা শুধু চিন্তার একটা গতি মাত্র; ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান প্রাণ-প্রেরণাগুলি যেখানে ছিল এখনও তথায়ই রহিয়াছে। মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের পুনর্বিন্যাসের যে প্রস্তাবনা দেখা দিয়াছে সেদিকে কোন কোন ভাব বা আদর্শ বৃহত্তরভাবে চাপ দিলেও, অব্যবহিত অতীতে জড়বাদের যে প্রবল গুরুভার চাপিয়া বসিয়াছিল তাহা দূর করিতে এমন কি লঘুতর করিতেও তাহারা সমর্থ হয় নাই। ঠিক এই সঙ্কটমুহূর্তে এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে সমগ্র মানবজগৎকে—এবং ভারতও তাহার অন্তর্ভুক্ত—অতি দ্রুত এক রূপান্তরের চাপে এবং তজ্জনিত দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

বিপদের আশঙ্কা এই যে এ-সময়ে প্রবল প্রতাপী ইউরোপীয় ভাব ও উদ্দেশ্যের অত্যধিক চাপ, সমসাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের প্রলোভন, অবশ্যম্ভাবী দ্রুত পরিবর্তনের গতিবেগ গভীর ভাবনা ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে গড়িয়া এবং পুষ্ট হইয়া উঠিবার সময় দিবে না এবং এরূপ হইতে পারে যে তাহার ফলে, ভারত তাহার চিন্তাধারা

আমাদের নিজেকে অতিক্রম করার প্রয়াসের মধ্যেই কেবল নির্ধারণ করে আমাদের মূল্য এবং নিজেকে অতিক্রম করার অর্থ ভগবানকে পাওয়া।

—শ্রীমা, রচনাবলি ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৭

এবং দৃষ্টিভঙ্গি সুশৃঙ্খল না করিয়া লইতেই, বর্তমান পরিবেশে তাহার যে সমস্ত রূপ তাহার জাতীয় প্রয়োজনের সহিত মিলে না তাহাদিগকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়া তাহার নিজের বিশিষ্ট ভাব এবং আদর্শ দ্রুত পরিণতির জন্য দৃঢ়ভিত্তির উপর যাহাতে দাঁড়াইতে পারে তেমন ভাবের বিশিষ্ট নূতন শক্তি এবং রূপ সৃষ্টি করিয়া লইবার পূর্বে ভারতের সংস্কৃতি ও সমাজপদ্ধতি হয়তো ভাঙিয়া পড়িবার, তাহার প্রাচীন সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম দেখা দিবে। তাহা হইলে সে মহাবিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন, ইউরোপের কটাবর্ণবিশিষ্ট কপিসুলভ অনুকরণ এক ভারত দেখা দিতে পারে; হয়তো তাহাকে একটু পরিবর্তিত করিতে পারে তাহার প্রাচীন ভাবধারার তেমন কোন কোন উপাদান অবশিষ্ট থাকিতে পারে কিন্তু তাহার সমগ্র সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করিবার সামর্থ্য আর তাহার নিজের থাকিবে না। অন্য সমস্ত দেশের মতো ভারত তখন পাশ্চাত্য আধুনিকতার ছাঁচে ঢালা হইবে; প্রাচীন ভারতের মৃত্যু ঘটিবে।

* শ্রীঅরবিন্দের 'ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি' গ্রন্থ (অনূদিত) থেকে, অধ্যায় ঃ 'ভারত কি সভ্য', পৃ. ২৩-২৪। সংকলন ও শিরোনাম—স।

আত্মার স্বাধীনতায় নিজের প্রকৃত ধর্ম বেছে নাও*

—শ্রীমা

যদি নিজের ধর্ম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চাও, তাহলে তোমাকে তা নিজে বেছে নিতে হবে, যদি নিজের দেশ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চাও, তাহলে তোমার দেশ তোমাকে নিজে বেছে নিতে হবে, যদি নিজের আত্মীয় পরিজন সম্বন্ধেও নিশ্চিত হতে চাও, তাহলে তা পর্যন্ত তোমাকে নিজে নির্বাচন করতে হবে। দৈবাৎ যেটা তোমার কাছে এসে গেছে, সেটাকেই যদি বিনাবাক্যে মেনে নাও তাহলে তোমার পক্ষে তা ভালো হবে কি মন্দ হবে, তোমার জীবনের পক্ষে সেটাই ধ্রুব সত্য কি না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত হতে পার না।

বিশ্বপ্রকৃতি তার অন্ধ যান্ত্রিক ধারায় যে সব বস্তু গড়ে তুলে জোর করে তোমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে, যেগুলোই এখন তোমার স্বাভাবিক পরিবেশ বা তোমার উত্তরাধিকার হয়ে উঠেছে, সে সব থেকে একটু পিছু হটে নিজের অন্তরে প্রবেশ কর এবং অনাসক্ত হয়ে শান্ত ভাবে তাদের দেখতে শেখ। প্রত্যেকটির সঠিক মূল্য যাচাই করে, স্বাধীন ভাবে বেছে নাও। তাহলেই তুমি ঠিক ঠিক অন্তর থেকে বলতে পারবে, ''এরাই আমার আপনার লোক, এই আমার দেশ, এই আমার ধর্ম।''

চলার পথে ছোট পাথরের টুকরোতে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ তারা তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

—ঐ, পৃ. ৪০

যদি আমরা নিজেদের অন্তরে খানিকটা প্রবেশ করে দেখি, তাহলে বুঝতে পারব, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এমন একটি চেতনা রয়েছে বা যুগ যুগান্তর ধরে বর্তমান এবং সে চেতনা অসংখ্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করে আসছে। প্রত্যেকেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মেছি, নানা জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের নানা ধর্মমত মেনে এসেছি। তাহলে কেন শেষেরটিকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলে মেনে নিতে যাব? আমরা এত সব জীবনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ধর্মের মাঝে জীবন কাটিয়ে যে অভিজ্ঞতার স্তূপ সঞ্চয় করে চলেছি, সে সব তো আমাদের অন্তরের চেতনায় জন্ম জন্মান্তর ধরে অবিরাম জন্ম হয়ে আসছে। অতীতের সেই সব অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বহু ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে। আর যখন আমরা নিজেদের মধ্যে এই বহুল সমষ্টির সম্বন্ধে সচেতন হই, তখন আর আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব হয় না যে, সত্যের একটা বিশেষ রূপই হল একমাত্র সত্য, একটা বিশেষ দেশই হল আমাদের একমাত্র দেশ, অথবা একটা বিশেষ ধর্মই হল আমাদের একমাত্র ধর্ম।

কেউ কেউ আছে যারা বিশেষ এক দেশে জন্মেছে কিন্তু তাদের চেতনার বিশিষ্ট উপাদানগুলো স্পষ্টই দেখা যায় অন্য দেশের। আমি এমন কয়েকজনকে দেখেছি যাদের জন্ম য়ুরোপে, কিন্তু নিঃসন্দেহেই তারা মনে প্রাণে সম্পূর্ণ ভারতীয় ছিল। আবার এমন কাউকে কাউকে দেখেছি যারা জন্মে এবং দেহে ভারতীয় বটে কিন্তু নিঃসন্দেহেই তারা য়ুরোপীয়। জাপানিদের মধ্যে দেখেছি, কেউ কেউ ছিল সঠিক ভারতীয়, আবার অন্য কেউ কেউ ছিল সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়। আর এই সব লোকেদের মধ্যে যদি কেউ এমন দেশে যায়, বা এমন এক সভ্যতার পরিবেশে গিয়ে পড়ে, যেখানকার সঙ্গে তার অন্তরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, তাহলে সেখানে গিয়ে সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিজের ঘরে রয়েছে বলে মনে করবে।

আত্মার নির্দেশ স্বাধীনভাবে মেনে চলাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে যে সব বন্ধনের সঙ্গে তোমার অন্তরের সত্যের কোন সম্বন্ধ নেই, যেগুলো অবচেতনার নানা অভ্যাস থেকে আসে, সে সব তোমাকে বর্জন করতে হবে। যদি নিজেকে ভগবানের হাতে সম্পূর্ণরূপে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোন কিছু সরিয়ে না রেখে, সর্বতোভাবে সমর্পণ করতে চাও, তাহলে অকপটে তা কর, সর্বাঙ্গীণভাবে কর। নিজের খানিকটা অংশ এখানে বা খানিকটা ওখানে, আটকে রেখ না। হয়তো তুমি বলবে, সকল বন্ধন আমূল উপড়ে ফেলা বড় সোজা কথা নয়। কিন্তু কখনও কি জীবনের পিছন দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ, কয়েক বছরের মধ্যেই তোমার কত পরিবর্তন হয়েছে? দেখলে নিজেই নিজেকে

যারা ইতিমধ্যেই অত্যন্ত আন্তরিক, শুধু তারাই জানে যে তারা সম্পূর্ণ আন্তরিক নয়।

—ঐ, পৃ. ৬৭

প্রশ্ন করবে, কি করে তুমি তখন বিশেষ একটা অবস্থায় অমনটা ভাবতে পেরেছিলে, অথবা অমন কাজ করতে পেরেছিলে। এমনকি হয়তো তোমার দশ বছর আগের চেহারা যে রকম ছিল এখন তা দেখলে চিনতেই পারবে না। তাহলে কি করে তুমি আগে যা ছিলে বা এখন যা হয়েছ, তার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে পার? আর ভবিষ্যতে কি হতে পারে বা না-পারে তাই বা তুমি এখন থেকে কি করে ঠিক করে রাখবে?

* শ্রীমায়ের রচনাবলি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০-৮১। সংকলন ও শিরোনাম—স.

বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা

মানবের ধর্ম শিবম্-এর অন্বেষণ

—চারুচন্দ্র দত্ত

(পর্ব-৮০)

যথার্থ ভালো কাজের কোন হিসাব বা আইনকানুন নাই; শিবম্-এর সন্ধানী হয় তাহার সহজাত প্রেরণা, নয় তাহার অন্তর্বোধি অনুযায়ী কাজ করিবে, অপর কোন নিয়ম নাই। ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু সে ঠিক পথ ধরিয়াছে। তাহার ভয় নাই। নৈতিক মানবের ধর্ম শিবম্-এর অন্বেষণ, উপকারিতার নয়। উপকারিতা খোঁজে ব্যবহারিক লৌকিক বুদ্ধি।

তেমনই সুখ বা তুষ্টির সন্ধান নৈতিক মানবের ধর্ম নয়। অবশ্য এখানে সুখ মানে ঐহিক, ক্ষণিক, আংশিক সুখ। পরম আনন্দে ও পরম শিবে কোন প্রভেদ নাই, আনন্দই শিব। আসল কথা এই যে সুনীতির বা শিবম্-এর সন্ধান অন্তরের ডাক, মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানেরই একটা রূপ। মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রথমটা মনে হইতে পারে যে সুনীতি একটা সামাজিক কর্তব্য। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখিলেই বোঝা যাইবে যে ভালোমন্দের সহিত সমাজের বা আবেষ্টনের যথার্থ কোন সম্পর্ক নাই। পরস্ব অপহরণ ও পরকীয়াতে আসক্তিকে আমরা সামাজিক মানুষ বলি দুর্নীতি। শুধু দুর্নীতি নয়, রাজার আইনেও বাধে। কিন্তু যে-সমাজে বা যে-রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই, বা বিবাহবিধি নাই, সেখানে পরস্ব বা পরকীয়া কথাই অর্থহীন। তারপর এও অনেকবার দেখা গিয়াছে যে মানুষ অন্তরের সুনীতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সমাজবিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে; শুধু দাঁড়াইয়াছে তা নয়, অবশেষে সেই বিদ্রোহীরই জয়জয়কার হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে বিদ্রোহীর অন্তরে সুনীতির প্রেরণা আসিল কোথা হইতে? কোন সন্দেহই নাই যে তাহার আপন অন্তরের অন্তর তাহাকে এই আদেশ দিয়াছিল। শিবম্ তাহা হইলে

দুঃখের বিষয় মানুষ অহংপূর্ণ এবং তারা ভালোবাসার সঙ্গে প্রতিদানে ভালোবাসা পাবার বাসনা অবিলম্বে মিশিয়ে ফেলে।

—ঐ, পৃ. ১১৩

বাহিরের বিধান নয়, অন্তরতম আদর্শ, the urge of the Divine in him.

পুরাকালে ধারণা এই ছিল যে ন্যায়ান্যায় দেবগণের শাশ্বত বিধান। একালের যুক্তিবাদী এই ধারণাকে উড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু উড়াইয়া দিলেও নিঃসংশয় ইহার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের ন্যায় ও কর্তব্যের আদর্শ যুগে-যুগে বদলাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত পরিবর্তনের মূলে একটা চিরন্তন ধ্রুব সত্য আছে যাহা মানুষের আপন প্রকৃতির তথা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত জড়িত। আরম্ভে নীতিবোধ ছিল সুপ্ত এবং পরিণামী বুদ্ধি তখনও জাগে নাই। তারপরে বুদ্ধি জাগিল, মানবের যুগে আসিল, মানুষ বুদ্ধি খরচ করিয়া সুপ্ত নীতিবোধকে যুক্তির পায়ার উপর বসাইল। মরলোকের কাজ চলিল, কিন্তু এখানেই তো বিবর্তনের শেষ নয়। ইহারও উপরে আছে পরাবুদ্ধি ও অতিমানসের জাগরণ; তখন নীতিবোধও যুক্তিকে অতিক্রম করিয়া উঠিবে, মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান মানুষের অন্তরে স্বতঃই ফুটিয়া উঠিবে। মানুষ তাহার প্রথম অবস্থার সহজাত অস্পষ্ট অপূর্ণ প্রেরণাকে বুদ্ধির আলোকে স্পষ্ট ও পূর্ণতর করিয়া তুলিয়াছিল, ন্যায়ান্যায় বোধকে বিধিবদ্ধ করিয়া তাহাকে একটা ভাষা দিয়াছিল। তথাপি তখনও তাহার এই বোধ ভাঙা-চোরা ছিল, যিনি বুদ্ধির অতীত সেই শিবম্-এর সন্ধান না পাইলে, তাঁহার দিব্যজ্যোতিতে অন্তর উদ্ভাসিত না হইলে, তাঁহারই পরম শিবম্‌কে কেমন করিয়া ধরিবে? তথাপি ক্রমবিকাশের পথে এই যুক্তিবুদ্ধির বা বুদ্ধিচালিত ভালোমন্দ বোধের ধাপও অত্যাবশ্যকীয়। এই ধাপের উপর ভর দিয়াই মানুষ উপরে উঠিবে।

কি সত্যের, কি সুন্দরের, কি শিবম্-এর সন্ধানে, মানুষকে ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে হইবে বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া ভগবানের পানে, শাশ্বত কেবলের পানে। মনকে অন্তর্মুখী করিয়া আন্তর সত্তার সহিত অনন্ত সত্য-শিব-সুন্দরের যোগ সংঘটিত করিতে হইবে, আর তাঁহারই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জগতে কর্ম করিতে হইবে। এই পরম নীতিরই অনুসরণ করিতেছে নৈতিক মানব, এই পথেই তাহার সত্তা সার্থক হইবে।

নীতিবোধ তাহা হইলে মূলত ভালোমন্দের হিসাব নয়, জগতের চক্ষে নির্দোষ হইবার চেষ্টাও নয়, বস্তুত ইহা মানবের ভাগবত প্রকৃতিতে উত্তরণ। ইহার শুচিতা দিব্য শুচিতার অভীপ্সা, ইহার সত্য ও ন্যায় দিব্যসত্য ও দিব্যসংকল্পের শাশ্বত বিধানের অনুধাবন, ইহার ভূতদয়া সর্বব্যাপী, অসীম দিব্যপ্রেমের অনুসরণ, ইহার শক্তি ও বীর্য দিব্য চিৎশক্তিরই প্রকাশ। মানুষ যে-সুনীতির, যে-কল্যাণের সন্ধান করিতেছে, তাহার এই ধর্ম। মানবসত্তার দিব্যসত্তাতে রূপান্তর ঘটিলেই তাহার সন্ধান সার্থক হইবে। তখন

লোকে সব সময় ভালোবাসার অধিকারের কথা বলে, কিন্তু ভালোবাসার একমাত্র অধিকার হল আত্মনিবেদনের অধিকার।

—ঐ, পৃ. ১১৫

তাহাকে আর চেষ্টা করিয়া ধর্মভীরু হইতে হইবে না, সে স্বভাবত দিব্য-স্বরূপ হইবে। আর তাহার প্রয়োজন থাকিবে না আদিম সহজাত প্রেরণার, আর প্রয়োজন থাকিবে না যুক্তিবুদ্ধির চালনার, জাগ্রত প্রদীপ্ত দিব্যজ্ঞান তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাইবে চরম কাম্যের দিকে। এই ছিল প্রাচীন ঋষিগণের লক্ষ্য; যুক্তিবুদ্ধি মানুষকে পথ ভুলাইয়া বিপথে লইয়া গিয়াছে, আবার তাহাকে ধরিতে হইবে সেই পুরাতন পথ।

অতএতব দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম বা সুষমা চর্চা বা সুনীতি, তিনেরই পিছনে রহিয়াছে এক অদ্বিতীয়-সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান। চরম সার্থকতা আসিবে যখন মানুষ পরম দেবতাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং তাঁহার দিব্য-সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছে। বুদ্ধি তাহাকে লইয়া যাইবে যতদূর পারে, তার পরে কিন্তু সকল ভার তুলিয়া দিতে হইবে আপন অন্তঃপুরুষের হস্তে। *—চলবে*

---

* শ্রীঅরবিন্দের 'The Human Cycle' গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত, 'বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা' গ্রন্থ থেকে; পৃ. ১২৬-১২৮। শিরোনাম—স.

সম্পাদকের ডায়েরি

আধ্যাত্মিক জীবন বলে কিছু আছে কি?

"মুখ্য বিষয় হল এই বিভাজন দূর করা। বিভাজনটি আধ্যাত্মিক জীবনযাপন কিংবা সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যে। এক আধ্যাত্মিক চেতনার কিংবা এক সাধারণ চেতনার অধিকারী হওয়ার মধ্যে একই চেতনা বিদ্যমান''

—শ্রীমা, ৫ এপ্রিল, ১৯৭০

কেন এমন হল? কি হল? এই যে সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও তার ঐতিহ্য তার এই বর্তমান দৈন্যতা কেন? কেন তথাকথিত ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত সাধনা, ধ্যান ধারণা; বড়োজোর কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ; অথবা ব্যতিক্রমীভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কর্মধারা দেখা যায়! কিন্তু অধিকাংশই আজ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার সেই চির পরিচিত চেহারা। কি সেই চেহারা? তা হল কিছু পুণ্য দিনে, নির্দিষ্ট দিনে জন্মদিন পালন বা কোন তিথি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান—যেখানে অবশ্য অত্যন্ত সুমধুর, অতি বুদ্ধিদৃপ্ত এবং শুদ্ধ আবেগ নির্ভর আলোচনা হয়ে থাকে, আর তার সাথে ভক্তিমূলক কিছু অনুষ্ঠান ও আচার দেখি। তাতে আপত্তি কোথায়? আপত্তি নেই অবশ্যই। কিন্তু বহু বছর অতিক্রান্ত হবার পরও এই যে বিপুল ভক্তমণ্ডলী,

আত্মদান ব্যতীত ভালোবাসা হয় না; কিন্তু স্বার্থপরতা ও দাবিতে পরিপূর্ণ মানুষী ভালোবাসায় আত্মদান বিরল।

—ঐ

উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত (?) মানুষ ও তরুণ সমাজ, সমাজসেবী, দেশনেতা, প্রশাসককুল—তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রকৃত নির্মোহ চেতনা, আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের কোন নিত্যনৈমিত্তিক দৃষ্টান্তমূলক কাজকর্ম আলাদাভাবে কি চোখে পড়ে? না তেমন কোথায়? দু-একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র, এখানে ওখানে ছাড়া।

তাহলে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি—যারা এই আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের সাথে যুক্ত তারা কি ভুল বা কোন এক চিরপরিচিত সংস্কারের ধারাবাহিকতায় নিমজ্জিত? একেবারে না-ই বা বলি কি করে। ভুলটা তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও আছে, যার জন্য একটা ক্রমবর্ধমান দৃষ্টান্ত ব্যক্তিজীবনে বা সমাজজীবনে নেই—দাগ কাটে না বাইরের জনসমাজের মনে—দিশাহারা এই বিভ্রান্ত মানুষের জীবনে—কোন পরিচিত তেমন কোন ক্ষেত্র চোখের সামনে এখানে ওখানে ধরা পড়ে না।

তাহলে আধ্যাত্মিকতা কি ভাববিলাস বা আলোচনা, বক্তৃতা, পঠনপাঠনের মধ্যেই? অতীতের এক একটি মতবাদ বা দর্শন নিতান্ত ধ্রুপদী বিষয় হয়ে গেছে, যার কোন ব্যবহারিক সার্থকতা আজকের বিপুল সমস্যার নিরিখে সরাসরি পথ নির্দেশ করতে পারে না, যেহেতু অতীতের পরিস্থিতিতে যখন সৃষ্টি হয়েছিল সেযুগে তখন থেকে এযুগ অনেক বদলে গেছে, অনেক নতুন সমস্যা, প্রশ্ন ও পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে সরাসরি কোনো উত্তর রেডি-মেড পাওয়া যায় না। আর সেই চিরাভ্যস্ত ধারণা ও অভ্যাস—কোনটি আধ্যাত্মিক, কোনটা অনাধ্যাত্মিক এই ভেদসীমা এবং পরিচিত সাধন-ভজন অনুষ্ঠান ও প্রত্যক্ষত কোন ইষ্ট নামের সাথে যুক্ত যা তাই আধ্যাত্মিক, আর বাকিসব গৌণ। এহেন দৃষ্টিভঙ্গি এই বর্তমান অধঃপতনের কারণ সর্বত্র আমাদের জীবনে।

আমাদের ফেরার সময় এখনই, এখনই। না হলে কালক্ষেপ, অনুশোচনা আর চোখের সামনে সভ্যতা সমাজ প্রতিদিন ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকবে, চূড়ান্ত দিশাহীনতার সুযোগে যে যেমন পারবে সাময়িক উপশমকারী ওষুধ দেবার চেষ্টা করবে—তাতে কোন কিছুই যে হয় না তা কি দেখেও দেখছি না?

অনাধ্যাত্মিক বা আধ্যাত্মিক বলে কিছু নেই—যা সাধারণত আমরা ভাবি। সঠিকভাবে বলতে গেলে সমস্ত জীবনটাই যোগ। যোগ মানে? যোগ মানে এক কৌশল বা পন্থা—যা মানুষকে ছন্দে, সৌন্দর্যে, সুষমায়, সম্প্রীতিতে, সৌহার্দে, নিরবচ্ছিন্ন পক্ষপাতহীন ভালোবাসায়, সঠিক সিদ্ধান্তে, সঠিক কল্যাণে, অচ্ছেদ্য বন্ধনে, নিঃস্বার্থপরতায় গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু যুক্তি পারে না, বুদ্ধি পারে না, গদগদ ভক্তি পারে না—যে ভক্তি একান্তই ব্যক্তিগত তামসিক; 'আপনাকে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া'—সে ভক্তি কখনো স্বার্থপর, কখনো অন্ধ, কখনো সংকীর্ণ, কখনো অদূরদর্শী, কখনো সাম্প্রদায়িক।

শুধু ভালোবাসার আনন্দের (পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর আনন্দ!) জন্য ভালোবাসতে শেখ, তাহলে আর কখনো নিঃসঙ্গ বোধ করবে না।

—ঐ

আধ্যাত্মিকতা আসলে কি সেটা বুঝতে শ্রীমায়ের কথা স্মরণীয় ঃ **'অধঃপতনের কারণ এই ধারণা যে, উচ্চতর চেতনা সম্পৃক্ত শুধু ''উচ্চতর'' বিষয় নিয়েই, এবং তার কোন আকর্ষণ নেই নিম্নতর বিষয় সমূহে এবং তাদের সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। উচ্চতম চেতনা সর্বাধিক স্পষ্টরূপে দেখতে পায়—সর্বাধিক স্পষ্টরূপে এবং যথার্থরূপে—স্থূলতম জড় বিষয় সমূহের প্রয়োজন কি হওয়া উচিত'' (এপ্রিল ১০, ১৯৬৮)**

আমরা ধ্যান, আচার, অনুষ্ঠানের মধ্যে জগতের সবকিছুকে ধরতে যদি পারি, নিম্নতর বিষয়গুলিকে যদি সঠিক গুরুত্ব দিয়ে তার জটিলতার সমাধান যদি করতে পারি তবে তাই হবে যথার্থ আধ্যাত্মিকতা। বাস্তবে আমরা সহজ, সরল, জটিলতামুক্ত এক বৈচিত্রহীন জীবন ভালোবাসি নিজেদের আত্মতৃপ্তি ও সুখের জন্য। ফলে পলায়ন, উদাসীনতা, গাছাড়া ভাব,—সরলীকরণের পন্থা অবলম্বন করি।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই আধ্যাত্মিকতার অন্তর্ভুক্ত। জীবন কি? জীবনধারণ শুধুমাত্র এই দেহের অভ্যাস ও মনের সীমাবদ্ধ ভাবনা, পক্ষপাত, সুখ-বিলাস, লোভ বা আত্মমোক্ষ অর্জনের জন্য না। জীবন হল এক চেতনা—যা নিরপেক্ষ, মহৎ, সুন্দর, সর্বগ্রাহী, সবকিছুর মধ্যে অনুস্যূত, যা দেশ কাল, জাতপাত, ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা, সংস্কৃতিকে ছাড়িয়ে এক ক্রম উত্তরণের জন্য সদাই ইচ্ছুক—সেই অস্ফুট চেতনাকে আমাদের একান্ত নিজস্ব ধারণায় আবদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত করে প্রবাহিত হতে দেবার পরিসর করাটাই জীবন। সে জীবনের কোন সূত্র নেই, মতবাদ নেই, তত্ত্ব নেই—আছে সদা প্রসারণশীল গতি বা সব মতবাদের ঊর্ধ্বে। সকল আপাত বৈচিত্র, পার্থক্য, বিরোধিতার মধ্যে সত্যকে যে চেতনা গ্রহণ করতে পারে, আত্মসাৎ করতে পারে, সমন্বয় করতে পারে, অঙ্গীভূত করতে পারে, পরম বোঝাপড়ায় সক্ষম হতে পারে—তাই হল আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা যুক্তিধর্মী কাটাছেঁড়া না, আধ্যাত্মিকতা হল একাত্মতার মাধ্যমে পরম বৈষম্যের মধ্যেও সমন্বয় কোথায় তা বুঝতে পারে। এ এক ধরনের আত্মলোপ, অর্থাৎ ব্যক্তির অনড় ব্যক্তিত্বের বিলোপ ঘটানো—বিশ্বজাগতিক মহাজীবনের মধ্যে এবং সর্বতোভাবে চিন্তা, কর্ম অভ্যাসে, সম্পর্কে একজন বিশ্বজনীন চেতনার অধিকারী হয়ে ওঠা। দেশ কালের, ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে সবকিছুকে উপলব্ধি করা।

আধ্যাত্মিকতা দেয় মানুষকে শর্তহীন ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, বোঝাপড়া, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বোধ। সেইজন্য অন্য অর্থে ভগবানকে ভালোবাসার থেকে মানুষকে, সমগ্র সৃষ্টিকে ভালোবাসা অনেক বড়। যে ভগবান, মহাচৈতন্য সবকিছুতে আছেন, সবকিছু হয়েছেন—তাদেরকে ভালোবাসা অনেক বড়। অধরা, বিমূর্ত, কাল্পনিক ঈশ্বরকে অনুভূতিহীন বিশ্বাসের পিছনে না ছুটে বরং সৃষ্টির মধ্যে সেই পরমকে অনুভব করার

তোমায় সুখী করবে অন্যদের জন্য অনুভূত তোমার ভালোবাসা।

—ঐ, পৃ. ১১৬

মধ্যে আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

আধ্যাত্মিকতার চেতনায় ''মানুষের অধিকার আছে তার নিজস্ব পথে মুক্তভাবে সত্যের সন্ধান করার ও সেই অভিমুখে যাওয়ার। কিন্তু প্রত্যেকের জানা উচিত যে, তার আবিষ্কার শুধু তার জন্যই মঙ্গলময়, এবং অন্যদের উপর তা আরোপ করা অনুচিত।'' (শ্রীমা, ১৩ মে, ১৯৭০) সুতরাং ''**সমগ্র জীবনের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের, আর অন্তঃস্থ অসৌন্দর্য, মিথ্যা ও নিষ্ঠুরতা সমেত, কিন্তু তার সঙ্গে সকল মঙ্গল সৌন্দর্য, সকল আলোক ও সকল সত্যের উৎসকে আমাদের মধ্যে আবিষ্কার করার যত্ন নিতে হবে, সেই উৎসকে সচেতনভাবে জগতের সম্পর্কে আনার উদ্দেশ্যে জগতের রূপান্তরের জন্য।'' (শ্রীমা, ২৯ মে, ১৯৬৮)**

তাহলে এখন বোধহয় জীবনের মধ্যে নামতে হবে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে ব্যক্তিগত জীবন, সমষ্টিগত জীবন, সমাজ জীবন তার সব ক্ষেত্রগুলিকে সযত্নে গ্রহণ করে, তার মধ্যে এই সর্বতোগামী আত্মার চেতনা দিয়ে ভাবা, কাজ করা, ভাঙা আবার গড়া। কোন কিছুই অকিঞ্চিৎকর না না না।

শ্রীঅরবিন্দ কর্মধারা পশ্চিমবঙ্গের সহযোগিতায় পাঠচক্রের নতুন সংযোজন

গোবরডাঙ্গা, উঃ চব্বিশ পরগনা
যোগাযোগ ঃ ৯৯৩২১২৫৫১৯

শ্রীরামপুর, হুগলি
যোগাযোগ ঃ ৯৪৩৩২৮১৭৯৩

বলাগড়, শ্রীপুর, হুগলি
যোগাযোগ ঃ ৬২৯৭১৯০৫৮১/৯৮০০৪৯৯৮৭৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিগত ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে আমাদের মাসিক মুখপত্র প্রকাশিত হবার পর নতুন নামে ''ঊষসী'' প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করেছে বিগত সেপ্টেম্বর মাস, ২০১৭ সাল থেকে।

পাঠকদের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য আমাদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

—সম্পাদক

পরম প্রেম হল এমন ভালোবাসা যার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই—এই ভালোবাসা ভালোবাসে কারণ না ভালোবেসে পারে না।

—ঐ, পৃ. ১১৭

Workshop and Discourse
on
"PRACTICAL SPIRITUALITY"
(in Bengali / English)
Course contents:
*** Problems of Human Relationship and Solutions**
*** Collective living: problems & solutions**
*** How to overcome Depressions**
*** Right Judgment**
*** How to shape Personality**
*** Effective Life Management**
*** Art of Parenting.**
*** True Leadership**
***How work becomes worship**
*** Integral Healing: Psychological practices**
# Any invitation to hold the above Workshops/Discourses & interactive sessions are welcome.
Contact: 8617774091 / 9831715134
E-Mail : sriaurobindosactionwestbengal@gmail.com

@ Conducted by
Sri Aurobindo's Action West Bengal

শ্রীমায়ের চরণে প্রণাম—

অরবিন্দ-বুলু, রনি-রীনা

অনিন্দ্য-মনা, পম্পম-শেফালী

''The true destiny is to reach the Divine Consciousness.''
—The Mother (CWM, Vol–14, P. 43)

My Pronam to the lotus feet of the Mother
Ratna Munshi
Chandannagar, Hooghly, W.B.

''বিঘ্নের উপর হাসির সেই ফল, মেঘের উপর সূর্যকিরণের যে ফল—তারা কেটে যায়।'' —শ্রীমা

A Well-Wisher

3A, St. Georges Terrace, Kolkata-700 022

SECURE THE WAY TO WANT IT

G

OPAQUE

OPAQUE ELECTRONICS AND ELECTRICALS

1/1, Karbala Tank Lane, Kolkata–700 006, Mob : 9830450143

Manufacturer of Automatic Water Level Pump Controller ''SENSOR'' Marketing and installation of CCTV Camera with Networking, Fire Alarm System, Hydrant system, Attendance Cum Access Control System, EPABX, Public Address system etc.

''সুখ জীবনের লক্ষ্য নয়—সাধারণ জীবনের লক্ষ্য আপন কর্তব্য সম্পাদন, আর অধ্যাত্মজীবনের লক্ষ্য ভগবানের উপলব্ধি।'' —শ্রীমা

চুনীলাল ভৌমিক ও পারমিতা ভৌমিক

প্রফুল্ল নগর, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

পিন কোড - ৭৪৩২৬৮

'মা-ই গন্তব্যস্থান, তাঁর মধ্যে সবই আছে—তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁর চেতনার মধ্যে বাস করলে আর সব আপনিই ফুটে যায়।''

—শ্রীঅরবিন্দ (SABCL, Vol–4 P. 365)

Offering on behalf of

BABLU, RITA, ANNAPURNA & RUNA

শ্রীঅরবিন্দজ অ্যাকশন ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাস্ট, ১/১ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৭০০০০৬-এর পক্ষে শ্রী সুব্রত সেন কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

অক্ষরবিন্যাসে - মেগাবাইট, ১০ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

মুদ্রণে - গীতা প্রিন্টার্স, ৫১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।